আবিষ্কার গাইড - ১৮

সহভাগিতার মাধ্যমে বৃদ্ধির রহস্য

১৯৬০ সালের গোড়ার কথা, ব্রাদার অ্যান্ড্রু, হল্যাসন্ড থেকে এক বসতা বাইবেল নিয়ে রোমানীয়ার বর্ডার পেরিয়ে, সাবেক সমাজবাদী প্রহরীদের দৃষ্টি এড়িয়ে, এক হোটেলে পৌঁছে প্রার্থনা করেন, ঈশ্বর যেন এমন এক খ্রীষ্টীয় মন্ডলীর সন্ধান দেন যারা এই শাস্ত্রগুলির যথাযোগ্য মর্যাদা রক্ষা করবেন । আর তিনি হোটেলের কেরাণীর কাছে খ্রীষ্টান চার্চে বিষয়ে জানতে চাইলে না কেরাণী বললেন, ''দেখুন, চার্চ এখানে বেশী নাই, আর থাকলেও তারা আপনার ভাষা বুঝবে না ।'' অ্যান্ড্রু উওরে বললেন, ''আপনি কি জানেন না যে খ্রীষ্টবিশ্বাসীরা আন্তর্জাতিক একটি ভাষায় কথা বলেন ?'' ''ও, তাই নাকি ? কি সেই ভাষা ?'' কেরানী সাগ্রহে জানতে চান ।

''সেই ভাষার নাম আগাপি'' অ্যান্ড্রু জবাব দেন । কেরাণী এই ভাষার কথা কোন দিন শোনেননি । কিন্তু অ্যান্ড্রু তাকে অবহিত করেন যে এই ভাষাটাই জগতের সুন্দরতম ভাষা ।

অ্যান্ড্রু কয়েকটি মন্ডলীর সন্ধান পেয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন, কিন্তু দুঃখের কথা হল, উভয়পক্ষের মত বিনিময়ের কোন সাধারণ ভাষা পাওয়া গেল না । তাই তো, এরা সরকারের গোপন সংবাদদাতা নয় তো ! অ্যান্ড্রুর মন সন্দেহ দোলায় আন্দোলিত হয় । এই সুদূর কষ্টসাধ্য অভিযান কি বিফলে যাবে ? না, ডেস্কের উপরে পড়ে থাকা এক রোমানীয়ান বাইবেল হাতে তুলে নিয়ে অ্যান্ড্রু নিজের পকেটস্থ পর্তুগিজ বাইবেলটি এর করলেন এবং ১ করি ১৬ ঃ ২০ পদ তাদের পড়তে ইঙ্গিত করলেন । শাস্ত্রের নাম বুঝতে পেরে তাদের মুখেচোখে আশার আলো ফুটে উঠল, আর তারা পাঠ করলেন, ''ভ্রাতৃগণ সকলে তোমাদিগকে মঙ্গলবাদ করিতেছেন । তোমরা পবিত্র চুম্বনে পরস্পর মঙ্গলবার কর ।''

অতঃপর তাদের এক জন হিতোপদে ২৫ ঃ ২৫ পদে অঙ্গুলি নির্দেশ করলে । অ্যন্ড্রু তার বাইবেল থেকে পাঠ করেন, ''পিপাসার্ত প্রাণের পক্ষে যেমন শীতল জল, দূরদেশ হইতে প্রাপ্ত মঙ্গল সংবাদ তদ্রূপ ।'' এই ভাবে শাস্ত্রের মাধ্যমে আধঘন্টা তাদের মধ্যে ভাব বিনিময়ের পর তাআ আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল, তাদের মধ্যে কৃষ্টি-সংস্কৃতির সমূহ বন্ধন ছিন্ন হল । হাসতে হাসতে তাদের দুচোখ আনন্দাশ্রুতে পরিপূর্ণ হল । আর বাইবেলের বস্তা হাতে পেয়ে রোমানীয়ান ভ্রাতৃগণ আবেগের বশবর্তী হয়ে বারংবার অ্যান্ড্রুকে প্রেম আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন ।

ঐ রাত্রে হোটেলের ক্লার্ক অ্যান্ড্রুর কাছে এসে বললেন, ''আমি অভিধানে আগাপি শব্দরা খুঁজেছি, এটা তো কোন ভাষা নয়, এটা প্রেমব্যঞ্জক একটি গ্রীক শব্দ মাত্র ।''

''হ্যাঁ, ঠিক তো, এই ভাষাতেই আমি সারা বিকালটা ওদের সঙ্গে কথোপকথন করেছি, ''অ্যান্ড্রু উওর দেন ।

আসল কথা হল, আপনি কি এই ভাষার সন্ধান পেয়েছেন ? এই গাইডে আপনি জানতে পারবেন ঈশ্বর কিভাবে আমাদের তার প্রেমের আওতায় নিয়ে আসেন ।

১। মন্ডলী সহভাগিতার জন্য সৃষ্টি

মানবিক চাওয়া পাওয়া পূরণের জন্য খ্রীষ্ট মন্ডলী স্থান করেছিলেন আমাদের সকলের আকাঙ্ক্ষা রয়েছে । এই জন্যই মন্ডলীর প্রয়োজন । এই স্থানে আমরা সমবেতভাবে পারস্পরিক সাহায্য ও সহভাগিতা করতে পারি । শাস্ত্রে একটি বিশিষ্ট প্রৈরিতিক মন্ডলীর উল্লেখ আছে, যে মন্ডলী সকল নরনারীকে সর্বশক্তিমানের পথে আনন্দের সহভাগিতার জন্য আহ্বান করে ।

''আমরা যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, তাহার সংবাদ তোমাদিগকেও দিতেছি, যেন আমাদের সহিত তোমাদেরও সহভাগিতা হয় । আর আমাদের যে সহভাগিতা, তাহা পিতার এবং তাঁহার পুত্র যীশু খ্রীষ্টর সহিত । আমাদের আনন্দ যেন সম্পূর্ণ হয়, এই জন্য এ সকল লিখিতেছি ।'' -- ১ যোহন ১ ঃ ৩ , ৪

যীশু এবং পারস্পরিক যোগসূত্রে আবদ্ধ, পূর্ণ আনন্দভোগী একগুচ্ছ হৃদয়ের সমাবেশ । তাদের একটিই ভাষা, প্রেমের ভাষা ।

খ্রীষ্টবিশ্বাসিগণ বৃহত্তম পরিবারের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ । সকলের এক অভিভাবক আত্মা হওয়ার দরুন সবাই খ্রীষ্টে ভাইবোনের সম্পর্ক সম্পর্কিত । বিশ্বাসের ঐক্য যত প্রশস্ত, খ্রীষ্টীয় বন্ধন তত সুদৃঢ় । সকলের একই বিশ্বাস ও বুকভরা ভালোবাসা এই নিবিড় ঐক্যের বাঁধনের জন্যই -- ক্ষমতাহীন, সংখ্যালঘু, বিতাড়িত একটি সম্প্রদায় জগৎকে লন্ডভন্ড করে ছেড়েছে ।

২। খ্রীষ্ট প্রতিষ্ঠিত মন্ডলী

খ্রীষ্টের কি কোন মন্ডলী আসছে, না ধর্মীয় সংগঠনের ধারণাটি সম্পূর্ণ মানুষের কল্পিত আবিষ্কার ? যীশু উওর দিয়েছেন ঃ

''এই পাথরের উপরে আমি আপন মন্ডলী গাঁথিব, আর পাতালের পুরদ্বার সকল তাহা বিপক্ষে প্রবল হইবে না ।'' -- মথি ১৬ ঃ ১৮

যীশু তাঁর মন্ডলীর ভিত্তিপ্রস্তর, কোণের পাথর । কোনদল এই ভিত্তিমূলের অঙ্গ ?

''তোমাদিগক প্রেরিত ও ভাববাদিগণের ভিত্তিমূলের উপরে গাঁথিয়া তোলা হইয়াছে, তাহার প্রধান কোণস্থ প্রস্তর স্বয়ং খ্রীষ্ট যীশু ।'' -- ইফি ২ ঃ ২০

সুসমাচার প্রচারিত হলে প্রভু কি করেন ?

''যাহারা পরিত্রাণ পাইতেছিল, প্রভু দিন দিন তাহাদিগকে তাহাদের সহিত সংযুক্ত করিতেন ।'' -- প্রেরিত ২ ঃ ৪৭

যীশু মন্ডলীর প্রতিষ্ঠার সময় কথা দিয়েছিলেন যে, ‘‘পাতালের পুরদ্বার সকল তাহার বিপক্ষে প্রবল হইবে না ।’’ (মথি ১৬ ঃ ১৮) এবং খ্রীষ্টান মন্ডলী তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হবে । মন্ডলীর শত্রুর প্রবল শক্তি -- রোমান সম্রাট থেকে শুরু করে স্বৈরাচারী নাস্তিক সমাজবাদী পর্যন্ত - কিন্তু শহীদদের রক্ত মন্ডলীকে ক্রমশ মজবুত করেছে কোন বিপন্ন খ্রীষ্টানকে যখন পুড়িয়ে মারা হয়েছে কিম্বা হিংস্র শার্দুলের মুখে ফেলে দেওয়া হয়েছে, ঠিক তখনই তার স্থান দখল করতে অনেক বিশ্বাসীর অভ্যুদয় ঘটেছে । নাস্তিকগণ খ্রীষ্ট মন্ডলী নস্যাৎ করবার বহু চেষ্টা করেছেন । কিন্তু তাদের সত্য আদর্শ থেকে কেই ভ্রষ্ট করতে পারেননি ।

রোমান সাম্রাজ্য খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলে মন্ডলীতে বিরাট বিপর্যয় দেখা যায় মন্ডলীর কলেবর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাক্রমে মন্ডলী কুলষিত হতে থাকে । অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়গুলিতে মন্ডলীকে আত্মিকভাবে মৃত মনে হলেও, প্রভু সর্বদাই বিশ্বস্ত ও সাহসী কতিপয় খ্রীষ্টবিশ্বাসীকে চন্দ্রহীন আকাশে নক্ষত্রমালার ন্যায় জাজ্বল্যমান রেখেছেন । তাদের কেউ ভ্রষ্ট বা নষ্ট করতে সক্ষম হয়নি ।

পৌল মন্ডলীর সঙ্গে খ্রীষ্টের সম্পর্ককে স্বামী স্ত্রীর মধুর সম্পর্কের সঙ্গে তুলনা করেছেন (ইফি ৫ ঃ ২৩ - ২৫) । মন্ডলী একটি পরিবার, এর সকল সদস্যই পরস্পরের কুশল -মঙ্গলের জন্য নিয়োজিত (ইফি ২ ঃ ১৯) । পৌল মন্ডলীকে জীবন্ত দেহের সঙ্গে তুলন আ করেছেন, যে দেহের মস্তক স্বয়ং যীশু খ্রীষ্ট (কল১ ঃ ১৮) ।

আমরা বাপ্তিস্মের মাধ্যমে যীশুতে আমাদের বিশ্বাসের সাক্ষ্য দিয়ে এই ‘‘দেহের’’ অর্থাৎ মন্ডলীর সদস্য হই ।

‘‘সকলেই এক দেহ হইবার জন্য একই আত্মাতে বাপ্তাইজিত হইয়াছি । ’’
-- ১ করি ১২ ঃ ১৩

খ্রীস্ট কখনই তাঁর প্রজাদের যত্ন নিতে এবং স্মরণে রাখতে বিস্মৃত হননি (প্রকা ১ ঃ ২০, ১২, ১৩ দেখুন) ।

৩। উদ্দেশ্য পূর্ণ মন্ডলী

মন্ডলীতে যোগদান খ্রীষ্টানদের মুখ্য আদর্শ । আমাদের বিশ্বাসকে সজীব ও সতেজ রাখতে অপরের সাহচর্য্য আবশ্যক ।

চার্চের আরো তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে ঃ

(১) মন্ডলী সত্যের সুরক্ষাকারী । সত্যের ভিত্তিমূল হিসাবে মন্ডলী (১ তীম ৩ ঃ ১৫) ঈশ্বরের সত্যকে জগতে টিকিয়ে রাখে ।

(২) ঈশ্বরের অনুগ্রহ পাপীদের কি করতে পারে মন্ডলী তার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে (১ পিতর ২ ঃ ৯) ।

(৩) হতভাগ্য জগতের মাঝে ঈশ্বরের প্রজারাই তাঁর সাক্ষ্য । স্বর্গে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে যীশু শিষ্যদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ঃ

''পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে আসিলে তোমরা শক্তিপ্রাপ্ত হইবে ; আর তোমরা যিরূশালেমে, সমুদয় যিহূদীয়া ও শমরিয়া দেশে, এবং পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত আমার সাক্ষী হইবে ।'' -- প্রেরিত ১ ঃ ৮

ঈশ্বরের অনুপম প্রেমের বাণী জগতে প্রচার করা মন্ডলীর পরম সৌভাগ্য ।

৪। দৃঢ়তর জন্য সংগঠিত

খ্রীষ্ট প্রতিষ্ঠিত মন্ডলী একটি যথাযথ সংস্থা বা সংগঠন । এখানে কেউ অন্তর্ভূক্ত বা বহিষ্কৃত হতে পারেন (মথি ১৮ ঃ ১৫ - ১৮) । ঈশ্বরের মন্ডলী পরিচারকদের নিয়োগ করে । সাধারণ সভাগৃহ থেকে শুরু করে এর বিশ্বসদর দপ্তর বর্তমান (প্রেরিত ৮ ঃ ১৪ ; ১৪ ঃ ২৩; ১৫ ঃ ২ ; ১ তীম ৩ ঃ ১ - ১৩) । বাপ্তিস্মের সঙ্গে সঙ্গেই সেই বাপ্তাইজিত ব্যক্তি একটি সুসংগঠিত সংস্থার সদস্যপদ লাভ করেন (প্রেরিত ২ ঃ ৪১, ৪৭) । মন্ডলী পরস্পরকে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দান করে ।

''এবং আইস, আমরা পরস্পর মনোযোগ করি, যেন প্রেম ও সৎক্রিয়ার সম্বন্ধে পরস্পরকে উদ্দীপিত করিয়া তুলিতে পারি । এবং আপনারা সমাজে সভাস্থ হওয়া পরিত্যাগ না করি -- যেমন কাহারও কাহারও অভ্যাস -- বরং পরস্পরকে চেতনা দিই ; আর তোমরা সেই দিন যত অধিক সন্নিকট হইতে দেখিতেছ ততই যেন অধিক এ বিষয়ে তৎপর হই ।'' - ইব্রীয় ১০ ঃ ২৪, ২৫

এটাই একটি চার্চের সংক্ষিপ্ত পরিচয় । প্রতি সদস্য দৃঢ় বিশ্বাসে পরস্পর দৃঢ়তা -- প্রত্যয় বিনিময় করবে । ঈশ্বরের প্রজাদের সুদৃঢ় করার জন্যই ঈশ্বর মন্ডলীর পরিকল্পনা করেছিলেন । তিনি মন্ডলীর মাধ্যমেই জগতের পরিচর্যা করার সংকল্প করেছিলেন । দৃষ্টান্তস্বরূপ সেভেন্থ - অ্যাডভেন্টিস্ট চার্চ --মহানগর থেকে শুরু করে জগতের সুদূর দ্বীপপুঞ্জে চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দিয়েছে । প্রাথমিক স্কুল থেকে আরও করে লোমা লিন্ডা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী বিদ্যার্জনের সুযোগ পাচ্ছে অঈছঅ সংস্থার মাধ্যমে বন্য খরা কবলিত দুর্গত অসহায় মানুষদের কাছে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে সহায়সম্বলহীন মানুষকে সমাজ সভাগৃহে সুরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা করা হচ্ছে । সুগঠিত মন্ডলীদেহ না থাকলে আমাদের ব্যক্তিগতভাবে কিছু করার সাধ্য কোথায় ?

৫। আরাধনার আনন্দ

আমাদের অন্তরের অন্তস্তলে ঈশ্বরের আরাধনা করার তীব্র বাসনা বিদ্যমান । কিন্তু এর বহিঃপ্রকাশ না ঘটলে ভক্তিরস শুকিয়ে যেতে পারে । উপাসনালয়ে যাওয়ার অনুভূতি গীতসংহিতাকার কিভাবে ব্যক্ত করেছেন ?

''আমি আনন্দিত হইলাম, যখন লোকে আমাকে বলিল, চল, আমরা সদাপ্রভুর গৃহে যাই ।'' -- গীত ১২২ ঃ ১

প্রকাশ উপাসনায় সংগীতের ভূমিকা কি ?

''সানন্দে সদাপ্রভুর সেবা কর ; আনন্দগানসহ তাঁহার সম্মুখে আইস ।''
-- গীত ১০০ ঃ ২

বাইবেল শিক্ষা দেয় যে, দান দেওয়া দিব্য উপাসনার অন্যতম অঙ্গ ঃ

''সদাপ্রভুর নামের গৌরব কীর্তন কর, নৈবেদ্য সঙ্গে লইয়া তাঁহার প্রাঙ্গণে আইস । পবিত্র শোভায় সদাপ্রভুকে প্রণিপাত কর ।'' -- গীত ৯৬ ঃ ৮ - ৯

প্রার্থনা অবশ্যই উপাসনার প্রধান অঙ্গ ।

''আইস, আমরা প্রণিপাত করি, প্রণত হই, আমাদের নির্মাতা সদাপ্রভুর সাক্ষাতে জানু পাতি ।'' - গীত ৯৫ ঃ ৬

বাইবেল অধ্যয়ন এবং প্রচার নতুন নিয়মের মূল কথা ।

পশ্চাশত্তমীর দিন পিতরের বক্তৃতা থেকে শুরু করে আজকের সংস্কারকদের প্রবল ধর্মীয় আন্দোলন কেবলমাত্র শাস্ত্র প্রচারের মাধ্যমেই সম্ভবপর হয়েছে । কেন বলুন তো ? ''ঈশ্বরের বাক্য জীবন্ত ও কার্য্যসাধক, এবং সমস্ত দ্বিধার খড়্গ অপেক্ষা তীক্ষ্ণ '' (ইব্রিয় ৪ ঃ ১২ - ১৩) ।

৬। মন্ডলীর সঠিকতা কি ?

অনেকেই নালিশের সুরে আপত্তি তোলে যে, চার্চ বদমাইস লোকে পরিপূর্ণ । এ বিষয়ে হেনরি ওয়ার্ড বিচারের বক্তব্য যথার্থ ঃ

''চার্চ মানে প্রখ্যাত বিশুদ্ধ মানুষের প্রদর্শনী নয়, বরং অসিদ্ধ মানুষদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ।''

আমাদের কেউ যেহেতু সৎ নয়, তাই মন্ডলী কখনই শুচিশুদ্ধ হতে পারে না । যীশু তাঁর এক দৃষ্টান্ত কথায় গমের মধ্যেকার শ্যামাঘাসের কথা উল্লেখ করেছেন (মথি ১৩ ঃ ২৪ - ৩০) নতুন নিয়মে পৌলের পত্রগুলি পাঠ করে আমরা জানতে পারি প্ররিতিক মন্ডলী কত জটিল সমস্যায় জর্জরিত ছিল । আর আজকের মন্ডলীতে ও মারাত্মক ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় । কিন্তু মনে রাখবেন, কোন প্রকার ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ এবং বিভ্রান্তি প্রধান প্রস্তর যীশু খ্রীষ্টের এর বিন্দু ও ক্ষতিসাধন করতে পারেনি । সুতরাং কলুষিত মন্ডলীতে আমাদের সর্বদাই ত্রাণকর্তার উপরে দৃষ্টি রাখতে হবে । ত্রুটিগুলি বাদ দিয়ে, তিনি মন্ডলীর আধিকারী, সুতরাং তাঁর উপরে আলোকপাত করুন ।

''খ্রীষ্ট মন্ডলীকে প্রেম করিলেন, আর তাহার নিমিত্ত আপনাকে প্রদান করিলেন ; যেন তিনি জলস্নান দ্বারা বাক্যে তাহাকে শুচি করিয়া পবিত্র করেন, যেন আপনি আপনার কাছে মন্ডলীকে প্রতাপান্বিত অবস্থায় উপস্থিত করেন, যেন তাহার কলঙ্ক বা সংকোচ বা এই প্রকার আর কোন কিছু না থাকে, বরং সে যেন পবিত্র ও অনিন্দনীয় হয় ।'' -- ইফি ৫ ঃ ২৫ - ২৭

প্রভু ব্যক্তিগতভাবে যেমন সকলের পাপের জন্য মরেছেন, তেমনি সমষ্টিগতভাবে মন্ডলীর জন্য জীবন বিসর্জন দিয়েছেন । আপনি কি খ্রীষ্টের দেহের অঙ্গ বা মন্ডলীর সদস্য ?

৭। মন্ডলীর অন্বেষণ

জগতে যীশুর কটি সত্য বিশ্বাস রয়েছে ?

''দেহ এক এবং আত্মা এক, .. প্রভু এক, বিশ্বাস এক, বাপ্তিস্ম এক ।''
-- ইফি ৪ ঃ ৪, ৫

তাহলে খ্রীষ্টের সেই বিশ্বাসটি আমরা কিভাবে খুঁজে পাব ?

যীশু স্বয়ং কি বলেছেন শুনুন ঃ

''যদি কেহ তাঁহার ইচ্ছা পালন করিতে ইচ্ছা করে, সে এই উপদেশের বিষয়ে জানিতে পারিবে, ইহা ঈশ্বর হইতে হইয়াছে, না আমি আপনা হইতে বলি ।''
-- যোহন ৭ ঃ ১৭

আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা পালনের সংকল্প নিলে তিনি আমাদের সাহায্য করেন ঐশী বাক্য এবং মানুষের পরস্পরাগত শিক্ষার তারতম্য উপলব্ধি করতে ।

মূল কথা হল, প্রকৃত মন্ডলী ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি আস্থা এবং আনুগত্য প্রকাশ করবে । প্রকৃত বিশ্বাস শাস্ত্রকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে, কোন মহান প্রতিষ্ঠান কিম্বা মায়াবী নেতাকে কেন্দ্র করে নয় ।

আবিষ্কার উওর পত্র ১৮

সহভাগিতা মাধ্যমে বৃদ্ধির রহস্য

আবিষ্কার গাইড ১৮ পাঠ করে আপনার উওরপত্র নিচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন এবং আমাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করুন।

সঠিক মন্তব্যগুলির পাশে - টিক চিহ্ন দিন

১। শাস্ত্র এক প্রগতিশীল প্রৈরিতিক মন্ডলীকে আহ্বান করেছে সহভাগিতার জন্য, এই সহভাগিতা পারস্পরিক ।
___ প্রভুর সঙ্গে ।
___ ফরীশীদের সঙ্গে ।

২। খ্রীষ্টীয় মন্ডলী স্থাপিত হয়েছিক
___ প্রধান প্রস্তর খ্রীষ্টের উপর
___ যোহন বাপ্তাইজকের উপর প্রেরিত
___ পিতরের উপর

৩। বাইবেল মন্ডলীর তুলনা করেছে ।
___ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের সঙ্গে ।
___ পরিবারের সঙ্গে ।
___ জীবন্ত দেহের সঙ্গে ।
___ স্বর্ণময় দীপাধারের সঙ্গে ।

৪। খ্রীষ্ট মন্ডলী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন
___ কারণ অন্যের সহভাগিতায় আমাদের বিশ্বাস সজীব ও সতেজ থাকে ।
___ জগতে ঈশ্বরের সত্যকে সুরক্ষিত রাখতে ঈশ্বরের অনুগ্রহ।
___ পাপীদের কি করতে পার তার দৃটান্ত হতে ।
___ হতভাগ্য জগতে সাক্ষ্য দিয়ে সদস্যদের সুদৃঢ় রাখতে ।

৫। যীশু ঈশ্বরের সংস্থা হিসাবে মন্ডলী স্থাপন করেছিলেন যাতে
___ সদস্যগণ পরস্পরকে উৎসাহ দেন ।
___ যাতে সদস্যগণ বাইবেল অধ্যয়ন, প্রার্থনা, এবং গানের মাধ্যমে
___ উপাসনায় সম্মিলিত হতে পারেন ।
___ যাতে মন্ডলীকে বিশুদ্ধরূপে পাওয়া যায় ।
___ চার্চের প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসার কারণে ।

৬। যীশু স্থাপন করেছিলেন

___ অনেক সত্য বিশ্বাস ।

___ শুধুমাত্র একটি সত্য বিশ্বাস ।

৭। একমাত্র সত্য মন্ডলী অন্বেষণে, যীশু বলেছিলেন

___ তারা ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করবেন ।

___ তারা পূর্বপুরুষদের ধর্মমতে চলবেন ।